(৬) 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে মেজদার চরিত্রটি কতখানি উপযোগী হয়ে উঠেছে আলোচনা কর। (imp)

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের একটি বিশিষ্ট চরিত্র মেজদা। শ্রীকান্তের চরিত্র গঠনে মেজদার তেমন প্রভাব না থাকলেও হাস্যরস উদ্রেককারী কৌতুক চরিত্র হিসাবে উপন্যাসে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অবশ্যই মেজদার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীকান্ত ১ম পর্ব উপন্যাসে যে কটি কিশোর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল মেজদা।

গম্ভীর প্রকৃতি মেজদার চরিত্রটি বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসে, নিজে বার দুয়েক এন্ট্রান্সে ফেল করে ছোটভাইদের শিক্ষকতায় দারুণ ভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন মেজদা। ছাত্রদরদী ভাইদের নিজের কাছে বন্দী করে রাখতেন মেজদা, অধ্যয়নের অছিলায়। মেজদার গুরুগিরি আর প্রচণ্ড শাসনে কারো এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করবার জো ছিল না। মেজদার পাঠে কাজে যাতে কোনোপ্রকার বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য তিনি 'থুথু ফেলা', 'তেষ্টা পাওয়া', 'নাক ঝাড়া' প্রভৃতি টিকিট তৈরি করে দিয়েছিলেন ছোটদের হাতে। সন্ধ্যায় শেষে যে কতটা সময় বাইরে ছিল তারে টিকিটের ওপর লেখা হোত। যে কতটা সময় নষ্ট করেছে তার হিসেব নিকেশ করতেই সময় কেটে যেত। বারদুয়েক এন্ট্রান্সে ফেল করা মেজদার, শ্রীকান্ত জানিয়েছে— "কিন্তু মেজদার দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না, নিজের ও পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে বারংবার ফেল করা হইয়া ফিরে আসিলেন।"

এমন গম্ভীর প্রকৃতি মেজদা যখন বহুরূপী শ্রীনাথ বহুরূপীর ভয়ে 'ভোঁ ভোঁ' চিৎকার করতে করতে অজ্ঞান।

হয়নি, সেজন্য উনেছি দেয় এবং আলাদা নিয়ে সবার থেকে পৃথকভাবে দেখলে কি রকম যেন একটা নিঃসঙ্গতার অনুভব আমি অনুভব করি পাঠকের মনে কষ্টের হয়। তাই বেগুর এর রূপের চরিত্রহিসেবে সেজদা যে বেশ আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য চরিত্র তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(খ) অমাবস্যা তিথিতে মহাশ্মশানে শ্রীকান্তর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা সংক্ষেপে লেখ। (imp)

পাঠ্যাংশে বন্ধু কুমার সাহেবের পার্টিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন শ্রীকান্ত। সেখানে একজন এক হিন্দুস্থানী গল্পকথক কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, স্থানীয় এক শ্মশানে অমাবস্যা তিথিতেই ভূত প্রেতের সাক্ষাৎ মেলে, এর ফলে শ্রীকান্ত হেসে ফেললে গল্পকথক তাকে ভীরু ও নাস্তিক বলে তিরস্কার করেন, তার সাথে বাজি রেখেই, জেদ করে কালীবাড়ের অমাবস্যায় শুধুমাত্র একটি বন্দুক অবলম্বন করে পিয়ারীর সকাতর নিষেধ উপেক্ষা করে গেছিল শ্রীকান্ত তখুনি মহাশ্মশানে।

শ্মশানে কালো একটি অন্ধকার একটি সমাহিত রূপ। শ্রীকান্ত শ্মশানে উপস্থিত হলে ধীরে ধীরে অন্ধকারে চোখ সয়ে যায় নদীর পাড়ে দিয়ে আসার পথ খুঁজে পেয়ে চুপচাপ বসে থাকেন শ্রীকান্ত। সেই শ্মশানে অন্ধকারের দিকে অনিমেষে তাকাতে তাকাতে শ্রীকান্ত দেখে শ্মশানে চারিদিকে নরমুণ্ডের মালা, শকুনির বাচ্চার ছোট ছেলের মত কান্না, নরমুণ্ডের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসকে মনে হয় শত শত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, এবং একটা নিঃশ্বাস এর একটা কাতর শব্দের মতো, আসলে এগুলো শ্রীকান্তের ভ্রম, কারণ আসলে এগুলো শ্রীকান্তের ভয়, কারণ নৈতিক সংস্কার অচেতন মনের গোষ্ঠীগত

অভয়ার সাথে দুঃখ নিয়ে আতিকালো
মামলা। তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই শ্রীকা-
ন্তের পা দুটো বাঁধতে থাকেন। অর্থাৎ আকুল
অবস্থায় সমস্ত ঘটনা মেনে নেন। অবশেষে
মেজদার রূপের সবশিক্ষা ধীরে ধীরে
আবিষ্কৃত হয় তাঁর চোখে অভিজাতপূর্ণ
জগতে অপরূপ সৌন্দর্য্য। কারণ সুর্মাকে
সাথেই অভয়ার আবার জন্য অভয়া শ্রীকা-
ন্তের কাছে অভিজাত সমাজে তারও ভিন্ন মাত্রা
দিয়েছে। তাই অভয়ার কথা আলোচনায়
উঠেছে শ্রীকান্তের কাছে। তাই অভয়ার প্রেম-
রূপ সৌন্দর্য্যকে শ্রীকান্ত প্রত্যক্ষ করেছে
এই মধ্যমাংশে। তাই এই অবস্থায় শ্রীকান্ত
নীতিহীনতায় ধরে হোটেলে বর্ণনার সঙ্গে
ইস শিখে আছে তখন অভূতপূর্ব আবিষ্কৃত
অনুভব করে।

(৩) শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) উপন্যাসে পিয়ারী বাঈজী কিভাবে রাজলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

OR

'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে' মন্তব্যটির আলোকে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। (cub)

যে সমস্ত চরিত্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের পাতাকে নানাভাবে সার্থক ও পূর্ণ করে তুলেছেন, তাঁর নিজের মতে তাঁরা অকলঙ্ক নারী। 'শ্রীকান্ত' এ বিচিত্র রূপিণী নারীকুলের মধ্যে রাজলক্ষ্মী প্রধান। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের মধ্যভাগে রাজলক্ষ্মীর উপস্থাপনা। এই রাজলক্ষ্মীকেই আমরা দেখতে পাই কুমার সাহেবের শিকার পার্টির অন্যতম আকর্ষণ আমন্ত্রিত পিয়ারী-বাঈজীরূপে। এই পিয়ারী সম্পর্কে শ্রীকান্তের মন্তব্য— 'বাঈজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গানবাজনায় জানে।' বাঈজী, পেশোয়াজ, ওড়না ও বাঈজীর পোষাকের আড়ালে সুপ্ত ও আর্ত, তখনো সে নারী, আর বাইরে সে মুখরা ও পরিহাস চটুল। নারীর প্রেমিকা সত্তা ও মাতৃসত্তা দুই সত্তারই পরিচয় উদ্ঘাটন করেছে পিয়ারীর চরিত্রের একদিকে বিরাজিত দুর্বার প্রেমাকাঙ্ক্ষা, অপরপাশে প্রখর ধর্মবুদ্ধি।

দীর্ঘকাল পরে, কুমার সাহেবের শিকার পার্টিতে আতিথ্য গ্রহণ করে শ্রীকান্তের সাথে সাক্ষাৎ হয় পিয়ারী বাঈজীর। অতীতের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের আকস্মিকভাবেই ঘটে অবগুণ্ঠন উন্মোচন। আসলে পুরুষ চিত্তকে আকর্ষণকারী উত্তেজক আজকের পিয়ারী বাঈজী, অতীতের অবমানিত নারী রাজলক্ষ্মী, এখন তার আত্মসম্মানবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা। তাই শ্রীকান্তকে সে বলে— "টাকা নিয়েছি, আমাকে তো গাইতেই হবে। কিন্তু আপনি এই পাপের মধ্যে ষোল দিন ধরে এর মোসাহেবি করবেন না। কালকেই বাড়ী চলে যান।" শ্রীকান্তের প্রতি প্রবল অনুরাগবশতই এ কথা আলোম

চারিত্রিক যে শ্রীকান্তের পারিবারিক সংবাদ জানতে আগ্রহী হয়েছে। — "তাহলে মন্ত্র উচ্চারণ করবার আর কেউ নেই বল। দিদিমার মুখাগ্নিই আছে তো, নইলে আর খাবকেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।" মর্মান্তিক অন্তর্জ্বালা ও বাহিরের লোকলজ্জা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিল পরিবেশে আত্মরক্ষায় অসামর্থ্যই রাজলক্ষ্মীকে করেছে পিয়ারী বাইজী, কিন্তু তার রাজলক্ষ্মী সত্তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি, তাই শনিবারে অমাবস্যার রাতে শ্রীকান্ত শ্মশানে যেতে চাইলে প্রবল বাধা এসেছে পিয়ারী রূপিনী রাজলক্ষ্মীর দিক থেকে। শ্রীকান্তের প্রতি প্রবল প্রেমাকর্ষণের বশবর্তী হয়েছিল, রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান করেছিল, কোনমতে যে শ্রীকান্তকে শ্মশানে যাওয়া থেকে বিরত করতে চেয়েছে। কিন্তু শ্রীকান্ত, পিয়ারী বাইজীকে চেনেনা, চিনতে উৎসুকও নয়, কিন্তু পিয়ারী প্রথম দর্শনেই চিনতে পেরেছিল শ্রীকান্তকে; তাই শ্রীকান্তের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এখানে পিয়ারী ছল-কলা বহুলতা বিলাসিনী রূপে প্রতিভাত বাইজী নয়, একান্তই শ্রীকান্তের প্রেমিকা, বাল্যসঙ্গিনী রাজলক্ষ্মী।

শ্রীকান্তের প্রকৃতি কখনো-ভীরু। তাই সে কোনমতেই রাজলক্ষ্মীর আদেশে অঙ্গীকারাস্থা-পেয়েও তাকে জড়িয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু শ্রীকান্তের মঙ্গলের জন্য রাজলক্ষ্মীর প্রেম উৎসর্গীকৃত, তাই বারংবার বাইজী বলে তার বৃত্তিকে বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী তাতে আহত হয়নি, বরং বলেছে— "একবার বাইজী, বলে যত অপমান কর না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যেতে দেবে না— একথা আর তুমি মনে মনে বোঝ না? কিন্তু যেতে দেখলে যেতে পারলেই ভাল হত তো। কিন্তু কি বিশ্রী এই মানুষ জাতটা, একবার যদি ভালবেসে ও মরেছে।" পিয়ারীর এই উক্তি থেকে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি নিয়ে বহুরূপী রাজলক্ষ্মী দেহকে পিয়ারীতে রূপান্তরিত করলেও তার নারী প্রেমের প্রজ্ঞা ছিল অবিকৃত। তাই পিয়ারীর সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে বিভূষিত শ্রীকান্ত শ্মশানে গেলেও পিয়ারী অর্থের বিনিময়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠায়।

Scanned with CamScanner

অবশেষে রমণী ভালোবাসার বঞ্চিত বেদনা নিয়ে, সেই সন্ধ্যা সন্ধ্যা সেবেক শিকারী শ্রীকান্তের জন্য উৎকণ্ঠা ভোগ করে সে কুমার সাহেবের শিবির ত্যাগ করে। আবার সুস্পষ্ট ভালোবাসার আবেগ, ভালোবাসা না পাবার কষ্ট আবেগ ও পীড়ন, শিকারী শ্রীকান্তের জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে সে শিবির ত্যাগ করে। অথচ তখনই শ্রীকান্তের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে, পিয়ারীর কণ্ঠের সততা এক অন্তরের মাধুর্য্য। শ্রীকান্তের স্ববাণীতে— "আমার মুখের তুই শব্দ আবকাশটির মধ্যে অপূর্ব প্রতিভার সুখের একটি স্নেহ একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্যে দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্তরের বক্ষে কাঁদিয়া আসিতেছে, তারই আভাস দেখা দিয়াছে।"

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ভালোবেসেছিল ঠিকই, কিন্তু নিজেকে অশুচি মনে করে হিন্দু নারীর বৈধব্য জনিত সংস্কারবোধের গণ্ডীতে নিজেকে কঠোর সংযমের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল। রাজলক্ষ্মীর অন্তঃস্থলে লুকানো প্রেম ভালোবাসা ... জ্বরের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় শ্রীকান্তকে পাটনায় নিয়ে এসে তার সেবা, শুশ্রূষা ~~করে~~ করতে বাধ্য করে আবার সুস্থ হলে রাজলক্ষ্মী তাকে বিদায় দিতে উদ্যত হয় সামাজিক মর্যাদার পারিপার্শ্বিকতার কারণে। কিন্তু তিক্ত রাতে মশারির ধারে ধারে দেবার হলে শ্রীকান্তের মাথায় হাত দিয়ে রাজলক্ষ্মী তার কাছে নিজের যে আত্ম নিবেদন প্রকাশ করেছিল তা শ্রীকান্তের কাছে শ্রদ্ধার যোগ্য ছিল ঠিকই, কিন্তু অত্যন্ত অলক্ষিত ভাবে পিয়ারীর ভালোবাসা পরীক্ষা করতে গিয়ে, ভালোবাসার পরীক্ষা হয়ে গেলেও তা রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের মাঝখানে বড়ো করে দিয়ে গেল এক সুস্পষ্ট সংস্কারের বাধা। শ্রীকান্ত নিজেই বলেছে "যে গোপনে আসিয়াছিল তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।"

রাজলক্ষ্মীর মিলনোৎসুক হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের উপর, নৈতিক সতর্কতা ও সাংসারিক বুদ্ধির শীতল জল প্রক্ষেপ করেছিল শ্রীকান্ত,

একদা রাজলক্ষ্মীর সুষম অনুভূতি সেই
সূত্রে তার হৃদিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ হয়েছিল
দুঃখকষ্টকে অতিনিবৃত্ত করতে পারেনি
কারণ শ্রীকান্তের মধ্যে একটা বৃহত্তর মানুষ
চেতনার কথা স্মৃতি, হৃদয়ের বেদনাবোধ
ছিল না, একটি প্রবল বক্তব্য বেদনাময়
ধিক্কার, আত্মঅবমাননা, নারীর অভিমান
কষ্টের করে তুলেছিল রাজলক্ষ্মীকেও। তাই
শেষে শ্রীকান্তকে বিদায় দিতে হয়েছে রাজলক্ষ্মী

রাজলক্ষ্মী তার মাতৃসত্তার ভাবমূর্তি
অম্লান রাখতেই শ্রীকান্তকে জোর করে দূরে
সেক্ষেত্রে বাধ্য করে।

প্রকৃতপক্ষে পিয়ারী ও রাজলক্ষ্মী
একই নারীর দুই সত্তা। দুই সত্তাই শ্রীকান্ত
কে ভালোবেসেছিল, আপনাকে নিঃশেষে
দান করে সে শ্রীকান্তকে আপন করেছিল
সীমার মধ্যেই জায়গা পেয়েছিল সীমাহীন
তবে। অতদিন শুধু অন্নদাদিদিই আদর্শ
ছিল শ্রীকান্তের মনোজগতের একাধারে আসনে,
এখন তার পাশেই শ্রীকান্ত আবিষ্কার করল
পিয়ারীকে। তাই শ্রীকান্তের মনে হয়েছে —
"বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না — ইহা
দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ***** যে দান
তুমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার
করিয়া আর না তোমার অপমান করি —
দূরে থাকিয়াও এ সকলের আমি চিরদিন
অক্ষুণ্ণ রাখিব।"

(৪) 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসের গঠন-কৌশল আলোচনা কর।

অথবা

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলীর বিশিষ্টতা আলোচনা কর।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটির গঠনশৈলী আলোচনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে জানিয়েছেন — "....'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে কিনা, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়, উপন্যাসের নিরবচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন জীবন ইহার নাই; ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি। কিন্তু ইহার ঘটনাসূত্রটা যতই শিথিল হউক না কেন, প্রতিটি পরিচ্ছেদগুলি এক-একটি মহামূল্য রত্ন।"

উপন্যাসের বিষয়মূল্য নিঃসন্দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাকে সম্যোপযুক্ত রীতির মধ্যে প্রকাশ না করতে পারলে তা কখনোই পাঠকমনের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছায় না, অ্যারিস্টটলও বলেছেন কাহিনী প্রচলিত উৎস থেকে গ্রহণ করা যেতেই পারে কিন্তু কাহিনীটির বিন্যাস বা রচনাশৈলী অবশ্যই মৌলিক হতে হবে কারণ রচনাশৈলীর উপরেই নির্ভর করে উপন্যাসের গঠনকৌশল।

আর শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলী সম্পর্কে সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মন্তব্য — 'শরৎচন্দ্রের style বা রচনারীতির মাধুর্য সর্বজনই প্রশংসালাভ করিয়াছে। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী বাস্তবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না তাঁহারা ভাব-সম্পদ ও রচনাসৌষ্ঠবকে শিরোধার্য করেন।' শরৎচন্দ্রের রচনাস্বভাবটি-শাস্ত্রের পাশাপাশি আলোচনা করে রয়েছে বিশ্লেষণ ও কল্পনা। শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে যে শুধু মাত্র সামাজিক সমস্যার কথাই উঠে এসেছে, তা নয়, উদ্ঘাটিত হয়েছে কাহিনীর স্বরূপও বাসনা মমতা ও অনুভূতির আর্মব সমন্বয়ই সৃষ্টি করে রচনাশৈলী। "A style interests when it carries the reader along; it is then a good style."

শরৎচন্দ্রের এই সার্থক বড়ো কৌশলীর প্রভাবে যেমন পল্লীসমাজের রমা, চরিত্রহীনের সাবিত্রী ও শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর চরিত্রাদি কল্পনার মধ্য দিয়ে, তথাপি শরৎচন্দ্র নিজেই জীবনের বক্তব্যে তাঁর উপন্যাসের পাত্রদের মালা ছেড়ে নীতিভ্রষ্টা ও সার্থক মণ্ডিত করেছেন যারা, তারা অনেকেই [illegible]।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের কাহিনী অসাধারণ বৈচিত্র্যমণ্ডিত। শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব সাকুল্যে দুটি খণ্ডে বিভক্ত, আখ্যায়িকা শুরু ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের খুব ছেলেবেলা মাঠে ফুটবল খেলা দিয়ে। তারপর নতুনদা প্রসঙ্গের মাধ্যমে অপূর্ব হাস্যরস লাভ করেছে, যা বোধহয় শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের অন্যতম, কিশোর শ্রীকান্তের পরবর্তী কাহিনী শুরু [illegible] আর সমাপ্তি শ্রীকান্তের পাটনায় রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে, তার মধ্যে উপকাহিনী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে অন্নদাদিদি ও শাহজী আখ্যান। উপন্যাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিচিত্র নরনারীর চিত্রে লেখক বৈচিত্র্যের স্রোত বইয়ে দিয়েছেন, কখনো শ্রীকান্ত সবকিছুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। আবার অন্নদাদিদির অতিশয় পবিত্রতা বা গৌরী তেওয়ারীর মেয়ের নিরুদ্দেশ প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর [illegible] পাঠকের বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিকর্তা [illegible] লোক, কলেরাপ্রকোপ, নাতিদীর্ঘ, প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞতা সবকিছুই কাহিনীটি লাভ করেছে একটি নিটোল রূপ। প্রত্যেক উপাখ্যানই অসামান্য বৈচিত্র্যমণ্ডিত। কখনো তা ঘটনাবহুল, কখনো বৃত্তাকার, কখনো বা চরিত্রকেন্দ্রিক উপাখ্যানগুলো প্রত্যেকটিই আসলে স্বতন্ত্র, সরল ও মনোহর, একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বাঁধন রক্ষা করে সুষ্ঠু হয়েছে সৃষ্টি কাহিনী, এবং ঐ স্বতঃস্ফূর্ত, রসমণ্ডিত, রচনা।

উপাখ্যানগুলো একটি অপরের কাছে ছিল বিচ্ছিন্ন, কত কটা বিক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা অপরূপ রূপে রচিত, বৈচিত্র্য রস থেকে শুরু করে ভৌতিক রস পর্যন্ত বিভিন্ন রসের সমাহারে এক একটি উপাখ্যান আশ্চর্য ব্যাপ্তিতে ভরপুর। সব মিলিয়ে শ্রীকান্তের বেদনাভরা নারী জীবনী কাহিনীতে সবচেয়ে আকৃতির উপন্যাসের জীবন বিষয়বস্তু

লেখকের অনুভবের আন্তরিক রূপটি।
উত্তম পুরুষের জবানীতে বিবৃত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। লেখক স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন কথকের ভূমিকায়। আর লেখকের সঙ্গে পাঠক মনের নিবিড় যোগ তৈরি করেছে।

ভ্রমণ কাহিনীর ধাঁচে আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস শ্রীকান্তে, গদ্যে প্রচলিত ভাষা প্রথম তার ন্যায্য আসন পেয়েছে। বিবৃতি অংশে সাধু ভাষায়, সংলাপে চলিত ভাষায় লিখেছে। কথারীতির বৈচিত্র্যে লেখক নিজেই একটি চরিত্র, ঔপন্যাসিক মহিমাবলীর মহিমার সাক্ষী। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের বিচিত্র সব কাহিনীতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো যে সব ঘটনা লেখক এঁকেছেন অদ্ভুত ছবি, সে ছবির মূলে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রণয়। এই প্রণয়গাথা কাহিনীর মেরুদণ্ডরূপে স্বীকৃত হয়েছে অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড আখ্যানের যোগসূত্র। সবমিলিয়ে কাহিনীর পারিমিতি বোধ, চরিত্র উপস্থাপনের অসাধারণতা, কাহিনী বিন্যাস এবং কাহিনী বর্ণনার মুন্সিয়ানা দক্ষতায় 'শ্রীকান্ত' অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় বাহী।

(খ) 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলি সবক্ষেত্রেই দুঃখী'— মন্তব্যটি বিচার করো।
or
আমাদের বহু অনাদৃত নারীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি (শ্রীকান্ত ১ম পর্ব) কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা দেখাও। (imp)

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে স্বামী পরিত্যক্তা, সমাজনিপীড়িতা দুঃখী নারীচরিত্রের চিত্র কিছু কম নয়। পুরুষশাসিত হিন্দুসমাজে বিধবা, পতিতা, কুলত্যাগিনীদের জন্য যে সব অনুশাসন আর শাসনের প্রথা প্রচলিত রয়েছে সেগুলিই নারীকে ঠেলে দিয়েছে অন্ধকারে সমাজের শেষ ধাপে।

যে সব চরিত্রের সহযোগিতায় শরৎচন্দ্র উপন্যাসের পটভূমি নানাভাবে সার্থকভাবে পূর্ণ করে তুলেছেন তাদের অধিকাংশই নারী। এই বিচিত্র রূপিণী নারীবৃন্দের মধ্যে সাক্ষাৎ মেলে যে সব নারীচরিত্রের, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে আমরা পাই অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, নিরুদিদি ও গৌরী তেওয়ারীর মেয়েকে। আপাত ভাবে এদের কেউ কেউ বরণের মতো হলেও অন্তর ধর্মে কিন্তু তা ছিল।

'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র নারীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে নারী সমাজের অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় একজন নারীর কখনোই কলঙ্কিত হয় না। তাই শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ও নারীর সম্মানকে অবিশ্বাস করে না; এ অসবর্ণ সামাজিক পরিবেশের এবং অভিশাপে এই সহানুভূতিশীল শ্রীকান্ত। তাই তো দ্বিতীয় অসামাজিক প্রেমময়ী রমণী অন্নদাদিদি শ্রীকান্তের কাছে প্রেম-ভক্তির শক্তি এবং রাজলক্ষ্মী বৃহৎ প্রেমের স্বরূপ। এই আপাতদৃষ্টিতে অধঃপাতে গেছে, কুলত্যাগী, পতিতা, চরিত্রহীন, ছেড়ে দেওয়া, বাইজী প্রকৃতির তাদের সবক্ষেত্রে কখনও শ্রীকান্তের মতো — 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে

না বিগড়ই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, ******* ওদের বেদনাই দিলো আমার বুক খুলে, ওরাই খাড়ালো আমাদের মানুষের কাছে মানুষের নাতিন জাগাতে।"

অন্নদাদিদিকে সমাজ কুলটা বলে পরিত্যাগ করেছে; কারণ তিনি মুসলমান সাপুড়ে রূপী সাহেবীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সমাজের মানুষেরা জানতে পারেনি সে হিন্দু সতী নারীর আদর্শ বজায় রাখার জন্যই তিনি তাঁর পলাতক স্বামীর সাথে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। খুনী, জাহির, মানুষ ঠকানো, ধর্মচ্যুত, গাঁজা-ভাং-মদের গোলাম আসক্ত বর্ণচোরা মানুষের সারাজীবন সেবা করে গেলো ভৈরবীর অন্তরে যত্নের অন্নদাদিদি, স্বামীর সব আরাম, ভৈরবীর, নির্যাতন, ধর্ম সবকিছু ত্যাগ করল অন্নদাদিদি, পরিবর্তে স্নেহহীন স্বামীর কাছে সারাজীবন অনাহার, দৈহিক নির্যাতন। তবু নির্যাতন সত্ত্বেও স্বামীর অপরাধে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি স্বামীর সঙ্গ দিয়েছেন। নিজের মৃত্যু কামনা করে আর্তনাদ করেছেন, কিন্তু কেন? নারীত্বের কোনো ঘাটতি তো অভাব তাঁর ছিলো না, সতীধর্ম, পবিত্রতা, স্নেহ, প্রেম সবকিছুরই তো আধার ছিলেন তিনি। ~~পাতিব্রত্যে~~ পাতিব্রত্যে ও সতীধর্মের সামনে তিনি নিজের সুখদুঃখের কথা কখনও চিন্তা করেননি। শ্রীকান্তের চোখে তিনি ছিলেন 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি', শিখা নরঘাতী, জেনেশুনে নিষ্ঠুর স্বামীর সব অত্যাচার সহ্য করে গেছেন মুখ বুজে। ~~পবিত্র~~ পবিত্রতায় যার জেগে উঠেছে ভার, স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসায় যার অন্তর পরিপূর্ণ, তাঁকেই সমাজ চিহ্নিত করেছে কুলত্যাগী পতিতা বলে। কারণ অন্নদা কুল মান-লজ্জা-লজ্জা সবকিছু ত্যাগ করে স্বামীর অনুগামিনী হয়েছিলেন, সতী ও পতিপরায়ণার আদর্শ অন্নদাদিদি, সারাজীবন কঠোর ও রুক্ষ সাধনার মধ্যে থেকে তিনি সেকালের পতির ধর্মই হিন্দুনারীর ধর্ম, পতির সেবাই তার জীবনাদর্শ। তবুও সারাজীবন অন্নদাদিদি দুঃখ ছাড়া কিছু পাননি, কুলটার পরিচয়ে তবেই তিনি সমাজলাঞ্ছিত নারীদের মধ্যে গণ্য হয়েছেন।

অন্নদার মত রাজলক্ষ্মীও স্নেহ-প্রেম মিশ্রিত এক নারী মূর্তি। রাজলক্ষ্মী প্রেমকে সুবিধামত রেখেছে মনের গহন অন্ধকারে। শ্রীকান্তকে কাছে না পেয়ে অধীর হয়েছে উঠে। বাল্যকালে যে শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী ভালবেসে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল, তাকে সারাজীবন না পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত হয়েছে রাজলক্ষ্মী। কারণ সমাজের চোখে রাজলক্ষ্মী কলঙ্কিত, পতিতা, কুলটা, সমাজবিধিলঙ্ঘিতা এবং বাঈজী, অথচ নারী হিসাবে কী যে অতুলনীয় মহিমান্বিত। অর্থ উপার্জন করতে যে প্রয়োজনে কারণ যে জগৎ পতিতা হয়ে যায় সমাজসংসারে তার স্থান নেই তাই প্রথমে পিয়ারী বাঈজী রূপে ও পরে কাশীতে সঙ্গীতকে পেশা করে যে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে কারণ যে জানত ধন-সম্পদই মূলশক্তি, এর মাধ্যমে সমাজকেও বশীভূত করা যায়, কিন্তু ভারতীয় হিন্দু রমণীর সবকটাই ছিল তার মধ্যে। সংসারে ~~দিদি~~ স্নেহময়ী জননী, শুচিশুভ্র পবিত্রতার আধার, ও কখনো মা, বোন এবং প্রেমিকা। শ্রীকান্তের কাছে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেও সেই সমর্পণ করতে পারেনি কেন নিজ, এত বড় প্রেম ও শুচিতা মেশানো বক্ষঃস্থলে আত্মত্যাগ, তাকেও কুলটা ও পতিতা বলে বর্জন করেছে সমাজ, অথচ রাজলক্ষ্মীর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রুচিসম্পন্ন, সুন্দর, অতি মাতৃহৃদয়, প্রেমে নিবেদিত আত্মসমর্পণে অটুট, আচারনিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ ও জীবনসাধনকারী নারী সমাজে অত্যন্ত বিরল। ~~[illegible]~~ তবুও কি সে শ্রীকান্তকে যেমন মনের ভালোবেসেছিল তেমন নিজের কৃতজ্ঞতা স্বার্থ এক নৈতিকতা ছাড়া তাকে অন্যদিকে দিতে পারেনি। রাজলক্ষ্মীর বিলাসার্ত, কামনাতুর, উন্মুখ হৃদয়ের উপর সংস্কারের শীতল জল প্রক্ষেপ করেছে। রাজলক্ষ্মীর রূপযৌবন, তীব্র ভালবাসা ও সেবা-যত্ন, আত্মগোপন করেই শেষ পর্যন্ত তীব্র, ~~[illegible]~~ না পাওয়ার বঞ্চনার শাস্তির ভিতর।

শরৎচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত নারী চরিত্রের মধ্যে অপার এবংটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র অন্নদাদিদি। শ্রীকান্তের নিরুদ্দিদি, শ্রীকান্তের বাল্যসঙ্গী কর

পর্যায়ের অন্যতম চরিত্র, ব্যক্তিত্ববতী নিরুদিদির কাছে, স্নিগ্ধ, স্বভাব সম্পূর্ণ সামাজিকতাকে বরং তুলেছিল গ্রামের বাসীদেরে। তার অনিবার্য মতামতের কারণই এবং আর তার রাত্রে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় নিরুদিদি। অথচ এই নিরুদিদিই যে গ্রামের কত লোকের, কত উপকার করেছে তাও মাটি মেখেছে লোকের অসময়ে দুঃসময়ে সময় নিরুদিদির পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ ছিল না। নিরুদিদি শরৎচন্দ্রের বঞ্চিত, দুঃখী, নিপীড়িতদের প্রতিভূ।

তৃতীয় পর্যায়ে উপন্যাস শ্রীকান্তের সান্নিধ্যে এসেছে পিয়ারী অন্নদাদিদির মেয়ে, বর্ধমানের রাজপুত্রের পিয়ারী বাঈজী রাজলক্ষ্মীর মেয়ে এই উপন্যাসে হয়েছে উঠেছে জাতিভেদ প্রথা জর্জরিত বাংলা দেশের সমাজজীবনের অন্ধ বর্ণিত। এই উপন্যাসে লেখকের মানসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি। বাঙালি মধ্যবিত্তের পুরুষ শাসিত নারীর নির্যাতনের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে চরিত্রটি।

এককথায় দুঃখী, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, পতিতা, সমাজ-নিপীড়িত, সমাজ নিষিদ্ধ নারীদের শরৎচন্দ্রে যেটুকু সম্মান দিয়েছেন, এই উপন্যাসে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সহানুভূতির নিদর্শন।

—: The End :—